দৈনিক বাংলা

তারিখ 23 DEC 1990
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

১০ জন শিক্ষকসহ বহু শিক্ষার্থী আহত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ ঃ বন্ধ ঘোষণা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

চট্টগ্রাম, ২২শে ডিসেম্বর।– আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে সাবেক প্রো–ভিসিসহ ১০ জন শিক্ষক ও শতাধিক ছাত্রছাত্রী আহত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের এক জরুরী সভা আইন–শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আজ রাত ৮টার মধ্যে ছাত্রদের এবং আগামীকাল সকাল ১০টার মধ্যে ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এক মিছিল নিয়ে কলা অনুষদের গেট খুলতে গেলে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীরা রিভলবার, রড, ছুরি, হকিস্টিক ও লাঠিসোটা নিয়ে তাদের উপর হামলা চালায়।

সকাল সাড়ে দশটায় ছাত্র শিবির, শিক্ষক সমিতি ও জামায়াত সমর্থিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী ইউনিয়ন বর্তমান ভিসি প্রফেসর আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজউদ্দীনের পদত্যাগের দাবীতে লাগাতার ধর্মঘট আহবান করে। তারা কলা অনুষদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

তবে শিক্ষকদের একটি বিরাট অংশ এবং সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য ধর্মঘট উপেক্ষা করে ক্লাসে যোগদান করতে গেলে এই

(শেষ পৃঃ ৬–এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষ

(প্রথম পৃঃ পর)

সংঘর্ষ হয়।

বেলা সাড়ে দশটায় শহর থেকে দু'টি বাসে শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে পৌঁছে প্রধান গেট খুলে দেয়ার অনুরোধ জানিয়ে ব্যর্থ হন। এসময় কিছুসংখ্যক ছাত্র গেট খুলে দেয়ার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এর কিছুক্ষণ পর আরো ছাত্র সেখানে এসে পৌঁছে এবং গেট খুলে দিতে অনুরোধ করে। শিবির কর্মীরা তাদের অনুরোধ উপেক্ষা করলে এক পর্যায়ে চাকসু নেতৃবৃন্দ জোরপূর্বক গেট খুলে শিক্ষকদের নিয়ে এক বিরাট মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে প্রবেশকরে।

তারপরে ক্লাস করার জন্য কলা অনুষদের গেট খোলার চেষ্টা করে। এসময় সেখানে উপস্থিত শিবির কর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। তারা কয়েকজন শিক্ষককে টেনে হেঁচড়ে ফেলে দেয় এবং পাথর দিয়ে মারতে থাকে। শিক্ষক ও সাধারণ ছাত্ররা সাহায্যের জন্য, পুলিশের প্রতি আহবান জানালে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে বলে অভিযোগ করা হয়। হামলায় ১০ জন শিক্ষক ও শতাধিক ছাত্র আহত হয়। আহত ২১ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়। এ ব্যাপারে হাটহাজারী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশ জানায়, কিছু ছাত্র ও শিক্ষক ধাওয়া পাল্টা–ধাওয়ার সময় ইট, আগ্নেয়াস্ত্র ও পটকা ব্যবহার করে। শিবির কর্মীরা ও কয়েকজন শিক্ষক বলেন, ভাইস চ্যান্সেলর ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট এরশাদকে সমর্থন করেছিলেন।

শিবির কর্মীরাও মিছিল বের করে এবং ছাত্রঐক্য ও ভিসি'র বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়।

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা গেছে, শিবির কর্মীরা সন্ধ্যায় ভিসি'র বাসভবন ঘেরাও করে এবং ভার্সিটি বন্ধের আদেশ প্রত্যাহারের দাবী জানায়।

আজ সন্ধ্যায় স্থানীয় প্রেসক্লাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াত–শিবিরের হাত থেকে অবরুদ্ধ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার আহবান জানান।

তারা বলেন, শিক্ষকদের সমর্থনহীন ও সাধারণ শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত শিক্ষক সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা ও ছাত্র শিবির আহূত ধর্মঘট অন্যায় ও অযৌক্তিক।

শিক্ষকগণ বলেন, শিবিরের সশস্ত্র হামলায় বাণিজ্য অনুষদের ডীন সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক আলী এমদাদ খান, ডঃ শিরীন হক, অধ্যাপিকা হামিদা বানু, ডঃ আফতাব আহমদ, ডঃ আব্দুল মান্না, ডঃ শফিক হায়দার চৌধুরীসহ ৩০ জন শিক্ষক আহত হন। আহত ৫ জনের অবস্থা গুরুতর।

শিক্ষকবৃন্দ এই সন্ত্রাসমূলক ঘটনার জন্য শিক্ষক সমিতির একজন কর্মকর্তাকে দায়ী করেন। তারা অবিলম্বে শিবিরের সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতার ও বহিষ্কার এবং সন্ত্রাসী তৎপরতার প্ররোচনাকারী শিক্ষকদের চাকরিচ্যুত ও গ্রেফতারের দাবী জানান।

বিএনপি'র কেন্দ্রীয় নেতা ডঃ ইউসুফ, সাবেক মন্ত্রী এল কে সিদ্দিকী, নগর বিএনপি'র সভাপতি আবদুল্লাহ–আল–নোমান এবং সাধারণ সম্পাদক একরামুল করিম এক যুক্ত বিবৃতিতে এই নৃশংস হামলার নিন্দা করেন এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানান।

ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (হা–অ) শহরে পৃথক মিছিল বের করে। মহিলা পরিষদ ও ছাত্রসেনা হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছে।

অন্যদিকে জামায়াতে ইসলামী শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন এই হামলার জন্য কিছুসংখ্যক বহিরাগতকে দায়ী করেছে এবং ঘটনার জন্য ভিসিকে দায়ী করে তার অপসারণ দাবী করেছে।

বিএফইউজে'র উদ্বেগ

বাসস জানায় ঃ বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন (বিএফইউজে)–এর সভাপতি রিয়াজউদ্দীন আহমদ এবং মহাসচিব আমানুল্লাহ কবির সাংবাদিকদের সঙ্গে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের আচরণে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

গত ১৮ই ডিসেম্বর চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির কতিপয় শিক্ষক সাংবাদিকদের লাঞ্ছিত করেন।

বিএফইউজে'র নেতৃবৃন্দ বলেন, কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া সাংবাদিকদের তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে সবার সহযোগিতা করা উচিত।

নেতৃবৃন্দ এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম সাংবাদিক ইউনিয়নের নেয়া সিদ্ধান্তের প্রতি সংহতি ও সমর্থন ব্যক্ত করেন।

তারা আশা প্রকাশ করেন যে পরিস্থিতি আরো অবনতি হওয়ার আগেই শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে একটি সম্মানজনক সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবেন।

আব্বাস আলী খানের উদ্বেগ

জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খান গত রাতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বর্তমান ভিসিকে রেখে ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করা যাবে না। কারণ সাধারণ ছাত্র, কর্মচারী ইউনিয়ন ও শিক্ষক সমিতি তার অপসারণের দাবী করছে। খবর বাসস'র।

আব্বাস আলী খান বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ সমস্যার সমাধান নয়। তিনি সংঘর্ষে আহতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করেন।

চট্টগ্রাম সিটি দক্ষিণ ও উত্তর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীরগণ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ঘটনার জন্য কতিপয় শিক্ষক, ছাত্র ও বহিরাগতদের দায়ীকরেছেন।

এক যুক্ত বিবৃতিতে তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্ররা যখন ভিসির পদত্যাগের জন্য আন্দোলন করছে তখন পরিস্থিতি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য একটি স্বার্থান্বেষী দল সন্ত্রাসবাদ অব্যাহত রাখছে।